

রমযানের আগমন মারহাবা

31-March-2022



সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সূন্নাহ ইতিকাহফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহফের নিয়্যত করে নিন। কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো, সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পানও শরয়ীভাবে জায়য নয় তবে যদি ইতিকাহফের নিয়্যত থাকে তবে এই সকল কাজ সাধারণভাবে জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহফের নিয়্যত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া, পান করা বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাহফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ صَلَاتِي عَلَيَّ عَشْرًا بِهَا مَلِكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتَّى يُبَلِّغَنِيهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার

প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন এবং একজন ফিরিশতা এই দরুদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত থাকে। (মু'জাম্বু কবীর, ৮/১৩৪, নম্বর ৭৬১১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَفْضَلُ الْعَمَلِ النَّبِيِّ الصَّادِقَةُ (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রমযান! ইসলামী মাসের মধ্যে রমযানুল মুবারকের যে গুরুত্ব ও ফযিলত অর্জিত, তা কোন বিচক্ষণের নিকট গোপন নয়, এটাই সেই মহান মাস, আশিকানে রমযান যার জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকে। এই মুবারক মাস আসতেই মুসলমানের মাঝে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়, মুসলমানদের মাঝে ইবাদতের আগ্রহ পূর্বের চেয়েও বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহের জোড় কমে যায়, মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, সেহেরী ও ইফতারীর সৌন্দর্য দেখে মন খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়, সৌভাগ্যবান মুসলমানরা আল্লাহ পাকের বাণী কুরআনে করীম শ্রবণ করা এবং সুন্নাহ আদায়ের নিয়্যতে তারা আদায়ে লিপ্ত হয়ে যায়, অধিকহারে যিকির ও

দরুদ পাঠ করা হয়, আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়, গরীব ও মিসকীনদের আর্থিক সহায়তা (Help) করা হয় এবং এছাড়াও অনেক নেক কাজ সম্পাদন করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এটি ঐ বরকতময় মাস, যার ফযিলত ও বরকত প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর মুবারক মুখে বর্ণনা করেছেন।

রমযানের আগমন এবং আল্লাহর মাহবুবের খুতবা

হযরত সালমান ফরেসী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শা'বান মাসের শেষদিনে আমাদের খুতবা ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! তোমাদের মাঝে মহত্বপূর্ণ ও বরকতময় মাস আগমন করছে, সেই মাস যাতে একটি রাত এমনও রয়েছে, যা হাজার (১০০০) মাস অপেক্ষা উত্তম, আল্লাহ পাক সেই মুবারক মাসের রোযাকে ফরয করেছেন। এর রাতে কিয়াম (তথা তারাবি আদায় করা) সুনাত, যে ব্যক্তি এতে নেকীর কাজ করে তবে তা এমন যেমন অন্য মাসে ফরয আদায় করলো এবং যে এতে ফরয আদায় করলো তবে তা এমন যেমন অন্যদিনে ৭০ ফরয আদায় করলো। এটি ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের সাওয়াব হলো জান্নাত, এটি বিপদে সহায়তাকারী এবং কল্যাণময় মাস। এই মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যে এতে রোযাদারকে ইফতার করায় তবে তা তার গুনাহের ক্ষমা স্বরূপ, তাকে আগুন থেকে মুক্তি দান করা হবে এবং সেই ইফতার করানো ব্যক্তিরও একই সাওয়াব অর্জিত হবে, যেমন রোযাদারের অর্জিত হবে, তবে তার সাওয়াবে কোন কমতি হবে না। আমরা আরয করলাম: ইয়া রাসূল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি সেই বস্তু পায় না, যা দ্বারা রোযার ইফতার করাবে। তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক তো

এই সাওয়াব ঐ ব্যক্তিকে দান করবেন, যে একটি খেজুর বা এক চুমুক পানি অথবা এক চুমুক দুধ দ্বারা রোযার ইফতার করায়। এটা হলো ঐ মাস যা প্রথমে (অর্থাৎ প্রথম ১০দিন) রহমত, মধ্যখানে (অর্থাৎ মাঝখানের ১০দিন) মাগফিরাত এবং শেষে (অর্থাৎ শেষ ১০দিন) দোযখ থেকে মুক্তি রয়েছে। যে তার গোলাম (অর্থাৎ অধিনস্থ) থেকে এই মাসে কাজ কমিয়ে নেয়, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে দোযখ থেকে মুক্ত করে দিবেন। যে রোযাদারকে পেট ভরে খাওয়ালো, আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তিকে আমার হাউস থেকে এমন একটি চুমুক পানি করাবেন যে, (যা পান করার পর) সে কখনো পিপাসার্ত হবে না, এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করে নিবে। (ইবনে খুযাইমা, কিতাবুস সিয়াম, ৩/১৯১, হাদীস ১৮৮৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আল্লাহ পাকের এই পবিত্র মাস অর্থাৎ রমযানুল মুবারকের প্রতি এমন ভালবাসা ছিলো যে, এই পবিত্র মাস আগমনের নিদর্শন প্রকাশ হতেই আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজেও এই বরকতময় মাসের খুবই শান ও শওকত সহকারে স্বাগত জানাতেন এবং আপন সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সামনেও এই মুবারক মাসের শান ও মহত্ব, ফযিলত ও বরকত এবং অন্যান্য আকর্ষনীয় গুণাবলী বর্ণনা করে এর গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন আর তাদেরও বিভিন্ন নেক কাজ করার মানসিকতা দান করতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিত যে, আমরাও মুসলমানদেরকে এই মুবারক মাসের মুবারকবাদ জানাবো। নিজেও এই মুবারক মাসে ইবাদত করবো এবং অপরকেও এই মাসের গুরুত্ব, এর ফযিলত এবং এর বরকত সম্পর্কে অবহিত করে তাদেরও নেকী জমা করার মানসিকতা প্রদান

করতে থাকবো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে রমযানুল মুবারকের সত্যিকার বরকত নসীব করো।
 أَمِينٍ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

রমযানের আগমনে আয়োজনের ধরন

রমযানুল মুবারকের আগমন সন্নিহিতে এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হযরত ওয়াকিদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নিকট কিছুই ছিলো না। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তার এক আলাভী বন্ধুর নিকট চিঠি (Letter) পাঠালেন: “রমযান শরীফের মাস আসছে এবং আমার নিকট খরচের জন্য কিছুই নেই, আমাকে ‘করযে হাসান’ হিসেবে এক হাজার (১০০০) দিরহাম পাঠাও।” অতএব ঐ আলাভী এক হাজার (১০০০) দিরহামের থলে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ওয়াকিদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর এক বন্ধুর চিরকুট (Letter) হযরত ওয়াকিদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নিকট এসে পৌঁছলো, তাতে লিখা ছিলো: “রমযান শরীফের মাসে খরচের জন্য আমার এক হাজার (১০০০) দিরহামের প্রয়োজন।” হযরত ওয়াকিদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ঐ থলে সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন ঐ আলাভী বন্ধু য়াঁর নিকট থেকে হযরত ওয়াকিদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ঋণ (Loan) নিয়েছিলেন এবং ঐ দ্বিতীয় বন্ধু যিনি হযরত ওয়াকিদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, উভয়ে হযরত ওয়াকিদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ঘরে আসলেন। আলাভী বললেন: রমযানুল মুবারকের মাস আসছে আর আমার নিকট এই এক হাজার (১০০০) দিরহাম ব্যতীত আর কিছু ছিলো না। কিন্তু যখন আপনার চিঠি এলো, তখন আমি এক হাজার (১০০০) দিরহাম আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলাম এবং আমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমার এ বন্ধুর নিকট চিরকুট

(Letter) লিখলাম যে, আমাকে এক হাজার দিরহাম ঋণ হিসেবে যেনো পাঠিয়ে দেয়। তিনি ঐ থলে, যা আমি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, তা আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং বুঝা গেলো যে, আপনি আমার নিকট ঋণ চেয়েছেন, আমি আমার এ বন্ধুর নিকট ঋণ চাইলাম এবং তিনি আপনার নিকট চেয়েছেন। আর যে থলেটা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছিলাম, তা আপনি তার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন আর তিনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ঐ তিনজন একমত হয়ে এই এক হাজার (১০০০) দিরহামকে তিনভাগ করে পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নিলেন। ঐ রাতেই হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার লাভ করলেন এবং ইরশাদ করলেন: আগামী কাল তুমি অনেক কিছু পাবে। সুতরাং পরদিন আমীর ইয়াহইয়া বরমকী হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে ডেকে বললো: “আমি গতরাতে স্বপ্নে আপনাকে চিন্তিত দেখলাম, কারণ কি?” হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন ইয়াহইয়া বরমকী বললো: “আমি একথা বলতে পারবো না যে, আপনাদের মধ্যে কে বেশি দানশীল, নিঃসন্দেহে আপনারা তিনজনই দানশীল এবং সম্মানের উপযুক্ত। অতঃপর সে ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) দিরহাম হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে এবং বিশ হাজার (২০,০০০) দিরহাম করে অবশিষ্ট দুজনকে প্রদান করলেন। এবং হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে ক্বাযী (বিচারপতি) হিসেবেও নিয়োগ করলেন। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রমযান! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! মুসলমান দানশীল, নিজের পছন্দকে অপরের উপর প্রাধান্য দানকারী এবং দুঃখ কষ্টে পতিত অন্যান্য মুসলমানের কাজে আসে। কিন্তু আফসোস! এখন আমাদের অন্তর মুসলমানের কল্যাণের চেতনা শূন্য হয়ে যাচ্ছে, আমরা নিজেরাতো ভাল খাই, উপার্জন করি, ভাল পরিধান করি এবং আলিশান ভাবে জীবন অতিবাহিত করি, রমযান মাসে সেহেরী ও ইফতারীতেও বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামতের স্বাদ নিই, কিন্তু আহ! গরীব ও অভাবী আত্মীয়, প্রতিবেশি এবং অন্যান্য মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা এখন আমরা ভুলে যাওয়া জিনিষের মতো ভুলে গেছি। যাই হোক, আমাদের উচিত যে, আমরা এই মহান মনিষীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রমযান ও রমযান ছাড়াও আমলীভাবে মুসলমানদের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যান।

মনে রাখবেন! মুসলমানকে ইফতার করানো এবং তাদের পানি পান করানোও কল্যাণ কামনার একটি উপায়। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** রমযান মাসে ইফতার করানো এবং পানি পান করানোর অনেক ফযিলত রয়েছে।

ইফতার করানোর ফযিলত

প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি হালাল খাবার বা পানি দ্বারা (কোন মুসলমানকে) রোযার ইফতার করালো, ফিরিশতারা রমযান মাসের সময়ে তার জন্য ক্ষমার দোয়া করতে থাকে এবং জিব্রাঈল (**عَلَيْهِ السَّلَام**) শবে কদরে তার জন্য ক্ষমার দোয়া করে থাকে।

(মু'জাম্মল কবীর, ৬/২৬২, হাদীস ৬১৬২)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে আল্লাহ পাক তাকে আমার হাউস থেকে পান করাবেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না।

(ইবনে খুযাইমা, কিতাবুস সিয়াম, ৩/১৯১, হাদীস ১৮৮৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রমযান! এমনিতে তো আল্লাহ পাকের আমাদের উপর অসংখ্য দয়া রয়েছে, বছরের ১২টি মাসই তাঁর দান ও দাক্ষিন্যের দরজা আমরা গুনাহগারদের জন্য দিন রাত খোলা থাকে, কিন্তু রমযানুল মুবারক আল্লাহ পাকের সেই মহান নেয়ামত, যার জন্য আমরা তাঁর যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেনো তা কমই, এই মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির সমন বন্টন করা হতে থাকে, এটিই সেই মহত্বপূর্ণ ও মহান মাস, যাতে আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে পাঁচটি বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন।

পাঁচটি বিশেষ দয়া

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি এমন বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি: (১) যখন রমযানুল মুবারকের প্রথম রাত আসে, তখন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন আর যার প্রতি আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টি দান করেন, তাকে কখনো আযাব দিবেন না। (২) সন্ধ্যার সময় তাদের মুখের গন্ধ (যা স্কুধার কারণে সৃষ্টি হয়) আল্লাহ পাকের নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশি উত্তম। (৩) ফিরিশতারা

প্রত্যেক রাত ও দিনে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (৪) আল্লাহ পাক জান্নাতকে নির্দেশ দেন যে, আমার (নেক) বান্দাদের জন্য সু-সজ্জিত হয়ে যাও! শীঘ্রই তারা দুনিয়ার কষ্ট হতে আমার ঘর ও অনুগ্রহে প্রশান্তি লাভ করবে। (৫) যখন রমযান মাসের সর্বশেষ রাত আসে তখন আল্লাহ পাক সবাইকে ক্ষমা করে দেন। উপস্থিতিদের মাঝে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! এটা কি “লাইলাতুল কদর?” ইরশাদ করলেন: “না”। তোমরা কি দেখনি যে, শ্রমিকরা যখন নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তখন তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়? (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২/৫৬, হাদীস ৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রমযান! আপনারা শুনলেন যে, রমযানুল মুবারকের শান ও মহত্ব কিরূপ উচ্চ ও উচ্চতর! এই পবিত্র মাসে আল্লাহ পাকের রহমত এই বান্দাদের উপর দয়া করে, হওয়া তো উচিত ছিলো যে, মুসলমান রজব শরীফের মুবারক মাস থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু করে দেয়া এবং ইবাদত ও তিলাওয়াত করে আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার উপলক্ষ্য করা, কিন্তু আহ! মুসলমানদের অধিকাংশই অন্যান্য মাসের ন্যায় এই মাসটিও উদাসিনতায় অতিবাহিত করে দেয়।

রোযায় সময় “পাস” করা

অনুরূপভাবে কিছু লোক যদিওবা রোযা তো রেখে নেয়, কিন্তু সেই বেচারাদের সময় “পাস” হয়না। সুতরাং তারাও রমযান শরীফের সম্মানকে একদিকে রেখে হারাম ও নাজায়িয কাজের সহায়তায় সময় “পাস” করে থাকে।

উত্তম ইবাদত কোনটি?

হে আশিকানে রমযান! রমযানুল মুবারকের পবিত্র মুহূর্তগুলো অহেতুক নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান! জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, একে গণিমত মনে করুন, মোবাইল ও স্যোশাল মিডিয়ার (Social Media) ভুল ব্যবহার (Missuse), বিভিন্ন খেলাধুলা এবং গান শুনার মাধ্যমে সময় “পাস” (বরং নষ্ট) করার পরিবর্তে কোরআনের তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরুদে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। ক্ষুধা ও পিপাসার প্রচণ্ডতা যত বেশি অনুভূত হবে, ধৈর্য্য ধারণ করাতে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** সাওয়াবও তত বেশি অর্জিত হবে। যেমনটি বর্ণিত আছে: **أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْسَنُهَا** অর্থাৎ উত্তম ইবাদত হলো তাই, যাতে কষ্ট বেশি। (তাকসীরে কবীর, ২৯তম পারা, মুযাম্মিল, ১০নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৬৮৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

নেক আমল নম্বর ৩৪

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারকের সত্যিকার বরকত লাভ এবং কুরআনের ফয়েয দ্বারা ধন্য হওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীন সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বিনি পরিবেশে সম্পৃক্ত (Associated) হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি দ্বিনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২টি দ্বিনি কাজের মধ্যে একটি দ্বিনি কাজ হলো নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করা। আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর প্রদানকৃত ৭২টি নেক আমলের মধ্যে ৩৪ নম্বর নেক আমল হলো: আপনি কি আজ আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল নামায পড়েছেন? অতি শীঘ্রই রমযানুল মুবারকের মাস আগমন করতে যাচ্ছে আর রমযানুল মুবারকের মাসই তো ইবাদতের মাস, এই মাসে নফলের

সাওয়াব বৃদ্ধি করে ফরযের সমান করে দেয়া হয়, তো আমাদের উচিত যে, ফরযের পাশপাশি অধিকহারে নফল নামাযও পড়া। তবে যদি আমরা এই নেক আমল নম্বর ৩৪ এর উপর আমল করি তবে আল্লাহ পাকের রহমতে আশা করা যায় যে, আমরা রমযানের সত্যিকার বরকত লাভে সফল হয়ে যাবো। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

রমযান এবং কুরআনের তিলাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারক মাসে সাধারণত অধিকাংশ আশিকানে রমযান খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অধিকহারে তিলাওয়াত করতে দেখা যায়, কিন্তু আহ! অনেক বদ নসীব লোক এই পবিত্র মাসেও এই মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়, আমাদের এই ব্যাপারে আমার বুয়ুর্গদের অনুসরণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত। **رَحِمَهُمُ اللَّهُ السُّبِّينِ** আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনারা **الْحَمْدُ لِلَّهِ** এই পবিত্র মাসে একবার নয় বরং দিনে কয়েকবারও কুরআন খতম করার সৌভাগ্য অর্জন করতেন।

সা'আদ বিন ইব্রাহিম **رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ** এর রুটিন

হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন ইব্রাহিম **رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ** রমযানুল মুবারকের একুশতম (২১), তেইশতম (২৩), পঁচিশতম (২৫), সাতাইশতম (২৭) এবং উনত্রিশতম (২৯) দিনে ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতার করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনে করীম খতম করে না নিতেন, মাগরীব ও ইশার মধ্যখানে আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে থাকতেন এবং প্রায়ই

ইফতারের সময় আমাকে মিসকিনদের ডাকার জন্য পাঠাতেন, যাতে তারাও তাঁর সাথে খায়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, সা'আদ বিন ইব্রাহিম যুহরী, ৩/১৯৯, নম্বর ৩৬৯৫)

سُبْحَانَ اللَّهِ! কুরআনে করীমের প্রতি ভালবাসা, তিলাওয়াতের আগ্রহ এবং রমযানের গুরুত্ব প্রদান করা তো এই ব্যক্তিত্বদের থেকে শিখুন, যারা স্কমার মাসে অধিকহারে কুরআনের তিলাওয়াত করতেন, আমাদেরও উচিত যে, আমরাও রমযান মাসে অধিকহারে কুরআনের তিলাওয়াতের নিয়ত করে নেয়া এবং আল্লাহ পাকের এই মেহমানের যথায়ত সম্মান করে আনন্দচিন্তে একে স্বাগত জানানো। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে কুরআনের তিলাওয়াতের কিছু ফযিলত শুনি।

কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত

★ তিলাওয়াতকারীর প্রশংসা কুরআনেই করীমে বর্ণিত হয়েছে। (১ম পারা, বাকারা, আয়াত ১২১) ★ কুরআনে পাককে ভালবাসা (অর্থাৎ এর তিলাওয়াত এবং এর উপর আমল করা) আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসার মাধ্যম। (মু'জামুল কবীর, ৯/১৩২, হাদীস ৮৬৫৭) ★ কুরআনে পাকের একটি হরফ পাঠ করাতে ১০টি নেকীর সাওয়াব অর্জিত হয়। ★ যে ঘরে কুরআন পাঠ করা হয়, তা তার অধিবাসীদের জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়। ★ এর কল্যাণ অত্যধিক হয়ে থাকে। ★ এতে ফিরিশতা উপস্থিত হয় এবং সেই ঘর থেকে শয়তানরা বের হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৮২৬) ★ কুরআনে করীম কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর সুপারিশ করার জন্য আসবে। (মুসলিম, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮০৪) ★ কুরআনের তিলাওয়াতকারীর উপর আল্লাহ পাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের সাওয়াব থেকে উত্তম (সাওয়াব) দান করবেন। (কানযুল উম্মাল, ১/২৭৩, হাদীস ২৪৩৭) ★ কুরআনের অনুসারীরা

(অর্থাৎ এর তিলাওয়াতকারী এবং এর বিধান অনুযায়ী আমলকারী) আল্লাহ ওয়ালা এবং তাঁর বিশেষ লোক। (ইবনে মাজাহ, ১/১৪০, হাদীস ২১৫। ইত্তিহাফুস সা'াদাত, ৫/১৩) ★ কুরআনের তিলাওয়াত এই উম্মতের উত্তম ইবাদত। (শুয়াবুল ইমান, ২/৩৫৪, হাদীস ২০২২) ★ যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআনের তিলাওয়াত করে, তার জন্য প্রতিটি হরফের বিনিময়ে একশতটি নেকী রয়েছে। ★ যে ব্যক্তি বসে তিলাওয়াত করে তার জন্য প্রতিটি হরফের বিনিময়ে পঞ্চাশটি নেকী রয়েছে। ★ যে ব্যক্তি নামায ব্যতীত অযু অবস্থায় তিলাওয়াত করবে, তার জন্য পঁচিশটি নেকী রয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৬) ★ কুরআন তিলাওয়াত অন্তরের পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম। (শুয়াবুল ইমান, ২/৩৫২, হাদীস ২০১৪)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ নসীব করো। **أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

রোযার তিনটি স্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার তিনটি স্তর রয়েছে: (১) সাধারণের রোযা (২) বিশেষ ব্যক্তির রোযা (৩) একান্ত বিশেষ ব্যক্তির রোযা। আসুন! এবার প্রত্যেকটির বিবরণ শ্রবণ করি।

(১) সাধারণের রোযা: রোযার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে “বিরত থাকা”, সুতরাং শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে “বিরত থাকা”কে রোযা বলে এবং এটাই হচ্ছে সাধারণের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের রোযা। (২) বিশেষ ব্যক্তির রোযা: পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্দ কাজ থেকে “বিরত রাখা” হচ্ছে প্রিয়

অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তির রোযা। (৩) একান্ত বিশেষ ব্যক্তির রোযা: নিজেকে সমস্ত বিষয় থেকে “বিরত রেখে” শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা, এটি হচ্ছে একান্ত প্রিয় অর্থাৎ একান্ত বিশেষ ব্যক্তির রোযা। (আল জাওয়াহিরুন নাইরা, কিতাবুস সওম, ১৭৫ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে রমযান, ১০১ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রমযান! রোযা অবস্থায় আমাদের যে বিষয়টি অনেক বেশি আবশ্যিক তা হলো যে, আমরা পানাহার থেকে “বিরত থাকা”র পাশাপাশি নিজের শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও (Body Parts) রোযার অনুসারী বানানো এবং নিজেকে সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বাঁচান। কেননা আমরা রমযানুল মুবারক মাসে তো রোযা রেখে দিনে পানাহার করা ছেড়ে দিই অথচ এই পানাহার এর পূর্ব দিনও একেবারেই জায়য ছিলো। অতঃপর নিজেই চিন্তা করুন, যে বিষয় রমযান শরীফের পূর্বে হালাল ছিলো তাও যখন এই মুবারক মাসের পবিত্র দিনগুলোতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, তবে যে বিষয়গুলো রমযানুল মুবারকের পূর্বেও হারাম ছিলো, যেমন; মিথ্যা, গীবত, চুগলী, কু-ধারণা, গালি-গালাজ, সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা, দাড়ি মন্ডন করা বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মানুষের মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি সেই রমযানুল মুবারকে কেনো আরো বেশি হারাম হয়ে যাবে না? এবার চিন্তা করুন! যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল খাবার ও পানীয় তো ছেড়ে দেয় কিন্তু হারাম এবং দোষখে নিয়ে যাওয়ার কাজ অব্যাহত রাখে, তা কোন ধরনের রোযা?

মনে রাখবেন! নবীয়ে করীম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মন্দ কথা বলা ও এর উপর আমল করা ছাড়ে না, তবে তার ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকে আল্লাহ পাকের নিকট কোন প্রয়োজন নেই।

(বুখারী, কিতাবুস সওম, ১/৬২৮, হাদীস ১৯০৩)

তোমাকে দিয়েই রোযা খুলবো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! অনেক মুসলমানের অবস্থা এমনভাবে খারাপ হয়ে গেছে যে, রমযানুল মুবারকের মাসেও তারা অপরকে কষ্ট দেয়া, উৎপীড়ন করা এবং ঝগড়া বিবাদ করার যেনো বাহানা খুঁজে। যদি কেউ কাউকে কষ্ট দেয় বা যেকোন ধরনের কষ্ট দেয় তবে যাকে কষ্ট দেয়া হলো সে কষ্ট প্রদানকারীকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষমা করার পরিবর্তে তার সাথে ঝগড়ার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। বরং অনেক সময় তো ঝগড়াও শুরু করে দেয় এবং গর্জন করে এভাবে বলে: “চুপ হয়ে যাও! অন্যথায় মনে রেখো! আমি রোযা আছি আর রোযা তোমাকে দিয়েই খুলবো।” অর্থাৎ খেয়ে ফেলবো। (مَعَادَ اللَّهِ)

মনে রাখবেন! এরূপ কোন কথা মুখ দিয়ে কখনোই বের করা উচিত নয়, যা কোন মুসলমানের কষ্টের কারণ হয় বরং বিনয় প্রকাশ করা উচিত। এই সকল আপদ থেকে আমরা শুধুমাত্র তখনই বাঁচতে পারবো, যখন নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রোযা পালন করার চেষ্টা করবে। যেমনটি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: শুধুমাত্র পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয় বরং রোযা তো হলো অনুপকারী ও অশ্লিল কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা। যদি কোন ব্যক্তি তোমায় গালি দেয় বা তোমার সাথে মন্দ আচরন করে তবে বলে দাও “আমি রোযাদার”। (মুস্তাদরিক, কিতাবুস সওম, ২/৬৭, হাদীস ১৬১১)

আসুন! এবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে গুনাহের কয়েকটি উদাহরন লক্ষ্য করুন।

চোখের গুনাহ

চোখের গুনাহ হলো যে, এর দ্বারা আল্লাহ পাকের হারামকৃত বিষয় দেখা, সুতরাং সকল মুসলমানের উচিত যে, তারা যেনো নিজের চোখে হারাম দেখার পরিবর্তে চোখের রোযা রাখে, অনুরূপভাবে চোখ যখনই উঠবে শুধুমাত্র জায়িয় কাজের দিকেই যেনো উঠে। চোখ দিয়ে মসজিদ দেখুন, কুরআনে করীম দেখুন, আউলিয়াদের মাযার দেখুন, ওলামায়ে কিরাম এবং নেককার বান্দাদের দীদার করুন, কাবা শরীফের নূর দেখুন, মক্কা শরীফের সুবাশিত গলি সমূহ (Streets) দেখুন, সবুজ গম্বুজের নূরানী জ্বলওয়া দেখুন, আরব ভূমির মনোরম দৃশ্য দেখুন।

কানের গুনাহ

কানের গুনাহ হলো যে, এর দ্বারা ঐ সমস্ত কথাবার্তা শুনা, যা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন, সুতরাং কখনোই কান দ্বারা গান বাজনা শুনবেন না, মিথ্যা কৌতুক শুনবেন না, কারো গীবত ও চুগলী এবং কারো দোষ-ত্রুটি শুনবেন না, যখন দুইজন লোক লুকিয়ে কথা বলে তখন আড়ি পেতে শুনবেন না। কানের রোযা রাখুন! আর তা এভাবে যে, শুধুমাত্র জায়িয় কথাবার্তা শুনুন, যেমন; কান দ্বারা তিলাওয়াত, হামদ ও নাত এবং বুয়ুর্গদের মানকাবাত, সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারা এবং ভাল ভাল কথা শুনুন, আযান ও ইকামত শুনুন আর শুনে উত্তরও প্রদান করুন।

জিহ্বার গুনাহ

জিহ্বার গুনাহ হলো যে, তা দ্বারা এমন কথা বলা, যা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়, তাই গালা-গালি, মিথ্যা, হীবত, চুগলী ইত্যাদি দ্বারা জিহ্বাকে নাপাক হওয়া থেকে বিরত রাখুন। আহ! যদি জিহ্বা শুধুমাত্র নেক ও জায়য বিষয়েই নড়াচড়া করে, যেমন; জিহ্বা দ্বারা কুরআনের তিলাওয়াত করণ, যিকির ও দরুদ পড়ুন, হামদ ও নাত শরীফ পাঠ করণ, মাদানী দরস দিন, সুন্নাতে ভরা বয়ান করণ এবং নেকীর দাওয়াত দিন ইত্যাদি।

হাতের গুনাহ

হাতকে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় ব্যবহার করাই হলো হাতের গুনাহ, সুতরাং আমাদের এটাই চেষ্টা হবে যে, কারো প্রতি যেনো জোড় জবরদস্তির উদ্দেশ্যে হাত না উঠে, ঘুষ দেয়া নেয়ার জন্য না উঠে, কারো সম্পদ চুরি না করা, তাস না খেলা, ঘুড়ি না উড়ানো, কোন নামুহরিম মহিলার সাথে করমর্দন (হ্যাডশেক) না করা। যখনই হাত উঠবে তা যেনো শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠে, যেমন; অযু সহকারে কুরআনে করীমে হাত লাগান, নেককার লোকদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করণ ইত্যাদি।

পায়ের গুনাহ

পায়ের গুনাহ হলো যে, তা দ্বারা এমন জায়গায় যাওয়া, যা থেকে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন, সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা যেনো কখনোই সিনেমা হলের দিকে না যাই, খারাপ বন্ধুদের আড্ডায় না যাওয়া, দাবা, তাস, লুডু, ক্রিকেট, ফুটবল, ভিডিও গেমস, টেবিল টেনিস ইত্যাদি

খেলা বা দেখার জন্য না যাওয়া, আহ! যদি পা যখনই উঠে তবে যেনো তা শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠে, পা চললে তো চলুক মসজিদের দিকে, আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার, ওলামা ও নেক লোকদের যিয়ারত, নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য যাক, সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দিকে যাক, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের (Travel) জন্য যাক।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে রমযান এবং রমযান ছাড়াও নিজের অপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর এবং এর মাধ্যমে নেক ও জায়য কাজ করার তৌফিক দান করো।

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সম্মিলিত ইতিকাহের দাওয়াত প্রসার করুন!

হে আশিকানে রমযান! রমযানুল মুবারাক নেকীতে অতিবাহিত করা এবং একে “সু-স্বাগতম” বলার পদ্ধতি এটাও যে, আমরা যেনো এই রমযানুল মুবারকে বিশেষকরে মাদানী কাফেলায় সফরের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে নেকীর দাওয়াত দিই, অধিকহারে ইনফিরাদী কৌশিশ করি, আহ! যদি আমার ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে “রমযানকে স্বাগত” জানিয়ে এমন বরকত প্রকাশ করি যে, চারিদিকে যেনো রোযার মাদানী বসন্ত এসে যায়। মাদানী কাফেলার জাদুয়ালে “ফয়যানে রমযান” এর মাদানী দরস ও চৌক দরস ইত্যাদি থাকে, মাকতাবাতুল মদীনার লিফলেট “রমযানে গুনাহ সম্পাদনকারীদের ভয়ঙ্কর পরিনতি” ঘরে ঘরে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। আহ! যদি পাশাপাশি আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে অনুষ্ঠিত পুরো রমযানুল মুবারাক এবং শেষ দশদিনের ইতিকাহের দাওয়াতও

অব্যাহত থাকে, বিশেষকরে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনায় অনুষ্ঠিত আজিমুশ্মান “পুরো রমযান মাসের ইতিকাফ” এর দাওয়াতও প্রসার করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং শহরে পুরো রমযান এবং শেষ দশদিনের সমিামলিত ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, যাতে আশিকানের রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার পক্ষ থেকে প্রদত্ত শিডিউল অনুযায়ী ইতিকাফকারী আশিকানে রমযানের প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সম্মিলিত ইতিকাফে হাজারো ইসলামী ভাই ইতিকাফ এবং অন্যান্য ইবাদতের বরকত অর্জনের পাশাপাশি ইলমে দ্বীন অর্জন করে থাকে আর সুন্নাতের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। এদের মধ্যে অনেক আশিকানে রমযান তো রমযানের শেষে চাঁদ রাতেই আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফিরও হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অনেক আশিকানে রমযান এই ইতিকাফের বরকত ও মাদানী বসন্তকে আরো বেশি অর্জন করতে মাদানী কাফেলায় সফর করার পাশাপাশি বিভিন্ন কোর্স (Courses), যেমন; (১২টি দ্বীন কাজ কোর্স, আমল সংশোধন কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স, ইমামত কোর্স, মাদানী তরবিয়তি কোর্স ইত্যাদি) করারও সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

রুহানী চিকিৎসা বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দাওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশি বিভাগের মাধ্যমে তাবলীগে দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো “রুহানী চিকিৎসা”, যা রাত দিন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দুঃখী উম্মতের কল্যাণ কামনায় সচেষ্ট রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ উম্মতের কল্যাণ কামনার প্রেরণায় এই বিভাগের পক্ষ থেকে প্রত মাসে প্রায় দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার (২,২৪,০০০) অসুস্থ ও পেরেশানগ্রস্থ মানুষের মাঝে প্রায় চার লাখেরও বেশি তাবীয় ও আত্তারী অধিফা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য একেবারে ফ্রি বিতরন করা হয়। তাবিযাতে আত্তারীয়ার বরকত শুধু বিশেষ এলাকা বা শহরে সীশাবদ্ধ নয় বরং বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগের অসংখ্য শহরে অসংখ্য স্টল লাগানো হয়, এর পাশাপাশি অন্যান্য দেশেও যেমন; পাকিস্তান, সাউথ আফ্রিকা, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ভারত ইত্যাদি দেশেও তাবিযাতে আত্তারীয়ার অসংখ্য স্টল লাগানো হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ শাবানুল মুয়াজ্জমের মুবারক মাস আমাদের মাঝে তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে, অতঃপর খুব শীঘ্রই রমযানুল মুবারকেরও আগমন ঘটবে। ১০ রমযানুল মুবারক উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কোবরা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর ওরসে পাক। আসুন! এরই প্রেক্ষিতে তাঁর সৎক্ষিপ্ত কল্যাণময় আলোচনা শ্রবণ করি।

সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কোবরা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর পরিচিতি

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কোবরা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর নাম, পিতার নাম খুয়াইলিদ এবং মাতার নাম ফাতিমা। তাঁর উপনাম

উম্মুল কাসিম এবং উম্মুল হিন্দ। তাঁর উপাধী হলো তাহিরা, সায়্যিদা, সিদ্দীকা এবং “কোবরা”, তাঁর এই শেষ উপাদীটি নামের সহিত অধিকহারে ব্যবহার হয়ে থাকে, যেনো এটি নামেরই একটা অংশ। তিনি মহিলাদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহন করেন, তিনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর সম্মানিতা আম্মাজান এবং জান্নাতী যুবকদের সর্দার হযরত হাসানাইনে করীম رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর নানীজান। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কদমে উৎসর্গ করে দেন এবং নিজের পুরো জীবন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খেদমত করে কাটিয়ে দেন। তাঁর মুবারক জীবদ্দশায় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আর কোন বিবাহ করেননি। তিনি প্রায় ২৫ বছর হযর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। নবুয়তের ঘোষণার ১০ম বছরে রমযানুল মুবারকের ১০ তারিখ ওফাত গ্রহন করেন। ওফাতের সময় তাঁর মুবারক বয়স ছিলো ৬৫ বছর। তিনি মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ কবরস্থান জান্নাতুল মুয়ালায় আরাম করছেন। তাঁর জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “ফয়যানে উম্মাহাতুল মুমিনিন” এর ৩১ থেকে ৩৯ পৃষ্ঠা এবং পুস্তিকা “ফয়যানে খাদিজাতুল কোবরা” অধ্যয়ন করুন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সৈয়দ বংশীদের সম্মানের মাদানী ফুল

হে আশিকানে রাসুল! আসুন! সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইত (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) এর মধ্য থেকে কারো সহিত ভাল আচরন করলো, আমি কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান তাকে দান করবো। (জামেয়ে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৮২১) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি হযরত আব্দুল মুত্তালিবের বংশের মধ্য হতে কারো সহিত দুনিয়ায় কল্যাণ করলো, তার প্রতিদান দেয়া আমার উপর আবশ্যিক, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে। (তারিখে বাগদাদ, ১০/১০২, হাদীস ৫২২১) ☆ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান করা ফরয এবং তাদের অবমাননা করা হারাম। (কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৭৭ পৃষ্ঠা) ☆ সৈয়দ বংশীদের সম্মান ও আদবের মূল কারণ হলো যে, তারা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শরীর মুবারকের টুকরো। (সো'আদাতে কিরাম কি আযমত, ৭ পৃষ্ঠা) ☆ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সম্মান ও আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ঐ সকল জিনিষ যা রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে সম্পৃক্ত তারও সম্মান করা। (আশ শিফা, ৫২ পৃষ্ঠা, ২য় অংশ) ☆ সম্মানের জন্য নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং কোন সনদেরও প্রয়োজন নেই, যারাই নিজেদেরকে সৈয়দ বংশীয় বলে তাদের সম্মান করা উচিত। (সো'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৪ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত

৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, শ্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সাযিয়াদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَأَ بِكَ وَأَمْرٌ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।” (মু'জামুয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)